Released 2-10-1940

ফিল্ম কর্পোরেশনের
বিশিষ্ট অবদান -

মিঃ মদনগোপাল কাবরার প্রযোজনায়

অমর গীতি

ফিল্ম কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়ার
নূতন বাঙলা ছবি

●

কথা, কাহিনী, গীতি ও পরিচালনা

হীরেন বসু

●

সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

গ্রাম ঃ রূপবাণী ঃঃ ফোন ঃ বি, বি, ১১৩ ঃঃ ৭৬-৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

সংগঠনকারীগণ

• • •

কথা, কাহিনী, গীতি ও পরিচালনা
… **হীরেন বসু**

প্রধান যন্ত্রশিল্পী ও শব্দযন্ত্রী
… **মধু শীল**

আলোক-চিত্রশিল্পী…
অজিত সেনগুপ্ত

সঙ্গীতাচার্য্য …
ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

সুরশিল্পী …
কুমার শচীন দেববর্ম্মণ

শিল্প-সচিব … **অর্জ্জুন রায়**

শিল্প-নির্দ্দেশক … **ভূপেন মজুমদার**

প্রধান-রাসায়নিক…
আর, বি, মেহ্‌তা

ব্যবস্থাপক … **আর, শর্ম্মা**

বৈদ্যুতিক-ব্যবস্থাপক …
সুরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান-সম্পাদক … **সৌকত হোসেন**

বাঙলা চিত্র-সম্পাদক …
বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারীগণ

• • •

ব্যবস্থাপনায় ঃ
অমৃতলাল

শব্দ গ্রহণে ঃ
অবনী বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
ইন্দ্র রায়

আলোক-চিত্রগ্রহণে ঃ
নির্ম্মলজ্যোতি ঘোষ
রমেন পাল
অমর দত্ত
অনিল ঘোষ
ধীরেন দেব বর্ম্মণ

শিল্প-ব্যবস্থাপক ঃ
গোপী সেন

প্রচার-শিল্পী ঃ
রমেশ দে

চিত্র-ব্যবস্থাপক ঃ
এস্, এ, রহমন

বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক-চালক ঃ
হেমন্তকুমার বসু

সহ-রাসায়নিক ঃ
পূরণ শর্ম্মা

স্থিরচিত্রশিল্পী ঃ
বিশ্বনাথ ধর

সহকারী ঃ সুনীল দাস
পরিচালনা ঃ অশ্বিনী মিত্র
হেরম্ব চক্রবর্ত্তী
এস্, কে, ওঝা

সহ-সম্পাদক ঃ রবীন দাস
নৃত্য-শিক্ষক ঃ ব্রজ পাল
রূপসজ্জা ঃ ঃ অভয়াপদ দে
সহকারী ঃ ঃ বিভূতি পাল
সজ্জা ঃ ঃ ঃ কিষণ সিং

শিল্পীবৃন্দ

অহীন্দ্র চৌধুরী
ভানু রায়
হীরালাল চট্টোপাধ্যায়
বোকেন চট্টোপাধ্যায়
নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়
গোকুল মুখোপাধ্যায়
প্রাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বিশ্বনাথ ধর
তুলসী লাহিড়ী
সত্য মুখোপাধ্যায়
প্রমোদ গাঙ্গুলী
ছোট
ছেলেমেয়েদের দল
সুনীল মিত্র
অমল কুমার ব্যানার্জ্জী
মায়া মিত্র

শ্রীমতী ছায়া
নিভাননী
রাজলক্ষ্মী
রেবা বসু
শান্তা
মিস্ ছায়া
সাবিত্রী

কাহিনী

গ্রামের দুটি দুরন্ত কিশোর প্রশান্ত ও রতন আর একটি কিশোরী মায়ার দিনগুলি কাটত এক-সঙ্গে। তাদের কিশোরদিনের চপল খেলাধুলার মাঝখানে মাঝে মাঝে প্রশান্তের মধ্যে জ্ঞানলিপ্সার পরিচয় পাওয়া যেত। রামধনু কেন ওঠে? বৃষ্টি কেন পড়ে? প্রতিধ্বনি কি? জলে আঘাত লাগলে ঢেউগুলো প্রতিঘাতে ফিরে আসে কেন? এইসব তত্ত্ব প্রশান্ত তার সাথীদের বোঝাবার চেষ্টা করত। রতন ডানপিটে ছেলে। তার এসব গুরুগম্ভীর কথার চর্চ্চায় মনোযোগ দেওয়ার অবসর ছিল না। কিন্তু কিশোরী মায়া, সরলা গ্রাম্য মেয়ে মায়া, প্রশান্তের এই গবেষণার ছিল একজন উৎসাহী শ্রোত্রী।

কৈশোর পার হয়ে দেখা দিল প্রথর যৌবন। কিন্তু প্রশান্তের যৌবন বাল্যসাথী মায়ার প্রণয়ের স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইল না। জ্ঞানের বিস্তৃত প্রান্তরে উন্মাদের মত প্রশান্ত চলল ছুটে।

ডাক্তার রায়ের বিজ্ঞান-মন্দিরের সে একজন বিশিষ্ট ছাত্র। বিজ্ঞান ছিল তার একমাত্র তৃষ্ণা—আর তার সাধনার বস্তু ছিল কি করে বেতারযোগে, টেলিভিসন পর্দ্দায় সে ধরবে বিশ্বের সকল রূপ ও বাণী। বৈজ্ঞানিক প্রশান্তের বিশ্বাস বিশ্বের সকল উচ্চারিত শব্দ আকাশের মাঝে লহরমালা সৃষ্টি ক'রে 'ইথার' অর্থাৎ ব্যোমে গিয়ে চিরদিনের মত সঞ্চিত হয়ে থাকে। বিজ্ঞানের সহায়তায় পুনরায় সেই শব্দের বিভিন্ন লহরমালা প্রতিধ্বনির মত ইচ্ছানুযায়ী ফিরিয়ে আনা যায় প্রশান্ত তারই সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিল।

ডাক্তার রায়ের বিজ্ঞান-মন্দিরে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের সামনে সে একদিন তার এই সাধনার ফলাফল জানাতে এসে দাঁড়াল। রামধনুর সপ্তরঙী আলোর ছটায় সে দেখাল এর রূপ, আর বিশ্বের শাশ্বত প্রণবনাদে সে দিল বাণীর সন্ধান।

সে কী বিপুল উৎসাহ, অপরিসীম বিস্ময়! সারা বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী সেদিন প্রশান্তের এই আবিষ্কারকে, তার এই অত্যাশ্চর্য্য প্রতিভাকে অভিনন্দন জানাল।

ডাক্তার রায়ের ধারণা প্রশান্তকে তিনিই গড়ে তুলেছেন। তাঁর ঐকান্তিক সাহায্য, একাগ্র কামনার জোরেই না প্রশান্ত আজ জগতের মাঝখানে এমনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পেরেছে। সুতরাং প্রশান্তের ওপর যে তাঁর দাবী সবচেয়ে বেশী একথা আজ কে অস্বীকার করবে!

ডাক্তার রায় একদিন প্রস্তাব তুললেন তাঁর মা-মরা লোরেটোতে প্রতিপালিতা মেয়ে অরুণাকে বিবাহ করুক প্রশান্ত। ডাক্তার রায়ের চেষ্টায় ও সাহায্যে প্রশান্ত যে বিদেশে গিয়ে তার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটিকে জগতের বিদ্বৎজনমণ্ডলীর কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, সে ভরসাও এই বিবাহ-প্রস্তাবের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছিল।

পিতার মৃত্যুশয্যায় প্রশান্ত দু'টি প্রতিজ্ঞা করেছিল। একটি হ'ল, গ্রামের দুস্থ এক বিধবার মেয়েকে বিবাহ আর একটি হ'ল সতাতো মা ও বোনকে আপন মা বোনের মত চিরদিন সে দেখবে।

আজ ডাক্তার রায়ের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে পিতার মৃত আত্মার নিকট সে কি অপরাধী হবে! জগতের সর্ব্বজনের নিকট বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বলে সুপরিচিত হওয়ার স্বার্থ-পরতায় সে কি তার শৈশব-কৈশোর ও যৌবনের কল্পপ্রিয়া মায়াকে যাবে বিস্মৃত হয়ে! পিতার মৃত্যুশয্যার পাশে সামান্য মুখের প্রতিশ্রুতি এতদিন পরেও পালন করবার নিষ্ঠা থাকাকে কুসংস্কার ছাড়া কি-ই বা বলা যেতে পারে! আর গ্রাম্য মূর্খ মেয়ে মায়ার ভালবাসা আজ সর্ব্বজন-সমাদৃত প্রশান্তের হৃদয়ে উচ্ছাস না জাগালেই বা কী আসে যায়!

প্রশান্ত বৈজ্ঞানিক হ'লেও সংস্কারকে অস্বীকার করবার দুঃসাহস তার নেই। ডাক্তার রায়ের প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হ'ল। ডাক্তার রায় যুক্তি তুলে বললেন, তুমি না একজন সায়েন্টিষ্ট! সংস্কারকে তুমি বিশ্বাস কর? Don't be silly প্রশান্ত, সংস্কারের মোহে এমন ক'রে নিজের সাধনা-লব্ধ জীবনের সর্ব্বনাশ ঘটিও না!

কোনো যুক্তি, কোনো অনুরোধ, কোনো প্রলোভন প্রশান্তকে তার প্রতি-শ্রুতি ও প্রেম হতে

বিচলিত করতে পারল না। কিন্তু প্রশান্ত যা পারে না, প্রশান্তের বিমাতা এবং তস্যা কন্যা তা পারেন। অর্থাৎ ডাক্তার রায়ের প্রস্তাবে প্রশান্তের সম্মতি না দেওয়াকে তাঁরা অবিবেচনার কাজ বলে মনে করতে পারলেন। আজ অরুণার সঙ্গে প্রশান্তের বিবাহ হলে সংসারের এই যে নিত্য "নেই-নেই" হাহাকারের সহজেই মীমাংসা হয়ে যায়; এদিকে প্রশান্তেরও যে যথেষ্ট উন্নতি ঘটে সেকথাও তাঁরা অবশ্যই জানেন। কিন্তু হায় হৃদয়, মাঝে মাঝে ভালবেসে তুমি জীবনে আরও কত আনাগোনার পথই না রুদ্ধ করে দাঁড়াও!

প্রশান্ত এই গভীর দ্বন্দ্বের মাঝখানে কোন পথেই অগ্রসর হওয়ার জন্যে উৎসাহ প্রকাশ করল না। সতাতো মা বোনের পরামর্শ অনুযায়ী না গেল ডাক্তার রায়ের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে, না গেল গ্রামের সেই প্রণয়িণী মেয়েটিকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে আনতে। সে হয়তো ভেবেছিল, কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে আজ যা নিতান্ত সমস্যা হয়ে উঠেছে, দু'দিন পরে তা অত্যন্ত সহজ একটা কোন রূপ ধারণ করবে!

ভাগ্যদেবতা মাঝে মাঝে মানুষের আশা, আকাঙ্খা আর অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিয়ে মর্ম্মন্তুদ নাটক রচনার পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে থাকেন। কয়েকটি মুহূর্ত্তের অবসরে তাঁর নিষ্ঠুর লেখনী নূতন নূতন ঘটনাজাল বিস্তার করে চলে।

প্রশান্তের গাঁয়ের বাল্যবন্ধু রতনকে নিশ্চয় আপনাদের মনে পড়ে। সেই রতন একদিন অকস্মাৎ এসে খবর দিল যে গাঁয়ের জমিদার নটবর চক্রবর্ত্তী তৃতীয়বার স্ত্রী খুইয়ে চতুর্থবার দার পরিগ্রহ করবেন মনস্থ করেছেন। তাঁর এই বিবাহ-যজ্ঞের পাত্রী মনোনীতা হয়েছে, মায়া। অভাব অনটনের মাঝখানে পড়ে মায়ার জননী ভিটে মাটি সব জমিদারের কাছে বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই সুযোগে আজ বৃদ্ধ নটবর-জমিদার তরুণী মায়ার পাণি প্রার্থনা করবার বাসনা প্রকাশের অবসর পেয়েছেন। মায়ার জননী এখন নিরুপায়। নটবরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে না দিলে, তাঁদের ভিটে-মাটি ছেড়ে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

রতনের সঙ্গে প্রশান্ত ছুটল গ্রামে। বিবাহ-সভায় নটবর চক্রবর্ত্তীর দেনা চুকিয়ে মায়ার আজীবন সকল দায়ীত্বকে মন্ত্রপাঠ করে স্বীকার করে নিল। পিতার মৃত্যুশয্যায় তার প্রতিশ্রুতির একটি আজ পালন হ'ল। স্ত্রী সে পেল, মায়াকে সে হারাল না বটে কিন্তু তার পরিবর্ত্তে অবজ্ঞা, অনাদর আর অত্যাচারের দুর্ব্বিনীত হাওয়া তার ভাগ্যকে দিল দুলিয়ে। নিজের উন্নতি, আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার দুয়ার অকস্মাৎ সেই দমকা হাওয়ার কাঁপনে রুদ্ধ হয়ে গেল।

সংসারে অন্ন নেই, কোন অফিসে তার জন্যে একটি সামান্য চাকরীও নেই আর

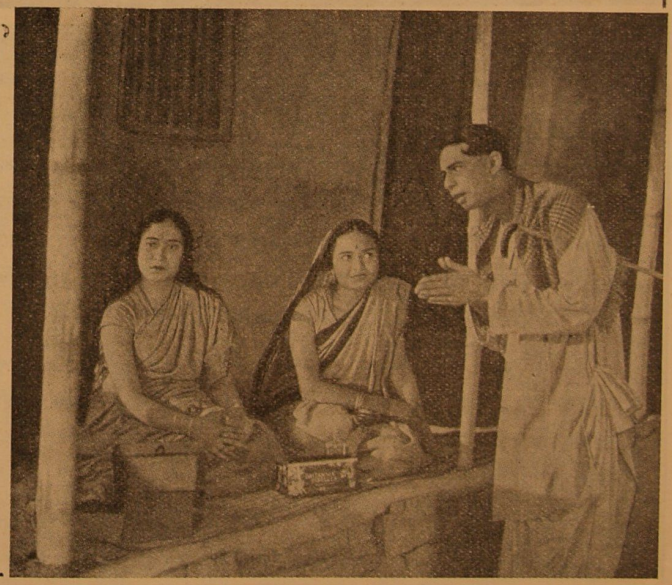

নেই তার মনে কোন সুখ বা দুঃখ, শান্তি অথবা আশা। শুধু স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রী করে উদরান্ন সংগ্রহ করবার লজ্জার জ্বালা এবং আত্মগ্লানি প্রশান্তের পৌরুষকে বার বার ধিক্কার দিত।

রতনের চিরদিনই থিয়েটার ছিল বাতিক। কথাবার্ত্তায় এবং চালচলনে সর্ব্বদাই তার থিয়েটারী ঢঙ! এহেন রতন সহরের একটি পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা রূপে গণ্য হ'লে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই। রতন অভিনেতা হ'তে পারে কিন্তু প্রশান্তের প্রতি তার বন্ধুত্বের মধ্যে কোনো অভিনয় ছিল না। রতনই প্রশান্তের এই দুর্দ্দিনে তার একটি চাকরী সংগ্রহ করে দিল—তাদেরই থিয়েটারে বাঁশী বাজিয়ের চাকরী।

নিয়তি নূতন করে পরিহাস জমাতে এল। 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' নাটকে প্রশান্ত ভাল্লুক-বেশে অবতীর্ণ হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করল, অর্থও যে কিছু উপার্জ্জন করছিল না তা নয় কিন্তু জ্ঞান-বুভুক্ষু একটি তরুণ সায়েন্টিষ্টের মন তার সাধনার স্বর্গ হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে লাগল।

মায়ার জীবনেও কোন শান্তি ছিল না। প্রশান্তের সতাতো বোন এবং বিমাতা মায়াকে সুনজরে দেখবেন, এ আশা করা অন্যায়। মায়াকে বিয়ে করার ফলেই না

প্রশান্তের এই দুর্দ্দশা, সংসারের এই নিত্য অভাব! প্রশান্ত একদিন থিয়েটার থেকেই সহরের বাইরে গিয়েছিল নূতন একটি চাকরী সন্ধানে। তার বাড়ীতে ফিরতে না পারার সংবাদ মায়ার কাছে পৌছে দেওয়ার ভার সে দিয়েছিল বন্ধু রতনকে। নাটুকে রতন মায়াকে সেই সংবাদ দিতে এসে এক নূতন নাটকীয় পরিস্থিতির সূচনা করে গেল। প্রশান্তের কুটিলা বিমাতা ও জটিলা সতাতো বোন রতনের আবির্ভাবকে আশ্রয় করে মায়ার নামে কলঙ্কের কালিমা লেপন করবার চেষ্টা করলেন। নির্দ্দয় ভাবে গৃহের বধূকে প্রহার করে তাঁরা বাড়ী হতে তাকে বিদায় করে দিলেন।

এদিকে থিয়েটারের গ্রীণ-রুম প্রশান্তের জীবনের গতিতে নূতন আবর্ত্ত সৃষ্টি করল। প্রধানা অভিনেত্রী মিস্ রেবা প্রশান্তের প্রণয়াকাঙ্খিণী। অভিনেত্রীর লালসা-বহ্নিতে আত্মসমর্পণ করবার মত দুর্ব্বল চিত্ত নিয়ে প্রশান্ত জন্মগ্রহণ করেনি। প্রণয়-প্রত্যাখ্যাতা অভিনেত্রী অন্তরের জ্বালায় ম্যানেজারের কাছে প্রশান্তের নামে এক মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হ'ল।—প্রশান্ত নাকি মিস্ রেবার নারীত্বকে অবমাননা করেছে অর্থাৎ জোর করে প্রণয়-নিবেদন করবার চেষ্টা করেছে। অভিনেত্রীর নেক্-নজর প্রত্যাশী থিয়েটার-ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ প্রশান্তক অপমান করে থিয়েটার থেকে দিলেন তাড়িয়ে।

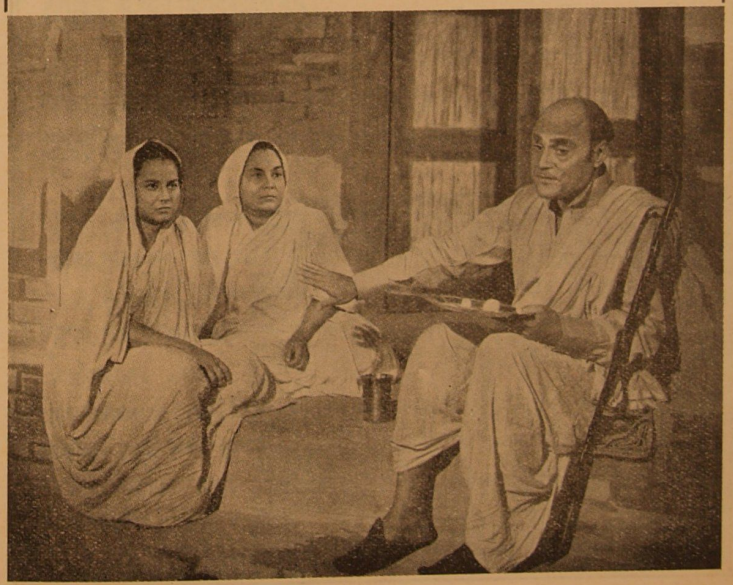

সঙ্গীতাংশ

এক

রঞ্জিতের গান

তব শাশ্বত রাগিণী বাজিছে দিগন্তে
অফুরণ হোক আজিকে,
তোমার আমার যে চির-পরিচয়
উঠুক ধ্বনিয়া আজ দিকে দিকে ॥

দুই

মায়ার গান

দিন ছিল গো আমার
(যেদিন) তোমার বাঁশী আমার কাণে বাজ্‌তো।
কালো আঁখির ডাগর তারার মাঝে
তোমার পায়ের নূপুর মৃদু নাচ্‌তো ॥

ও সখি গঙ্গাজল !—
তারে তোরে দেখাই চল !
আকাশে কালো মেঘের গায়ে,
আমের ঘন নিকুঞ্জেরই ছায়ে,
(তোমার) অরূপ রূপের শ্যামল তনু সাজতো।
বঁধুর বাঁশী আমার কাণে বাজতো ॥

ওলো ও গঙ্গাজল—
তুই সখি বল !
পথেতে চিতে বেড়ার ধারে,
বিপথে মধুমতীর পারে,
তার, আসা যাওয়ার চুপি সাড়া যাচ্‌তো।
বঁধুর বাঁশী আমার কাণে বাজ্‌তো ॥

তিন

মায়া ও প্রশান্ত

জীবনেরই খেলাঘরে আয় সেজ পেতে নি
তোমার গলার মালার তরে আজ ফুল গেঁথেনি।
কার, নীপমূলে ভুলে আগমনী
নিভৃত সরমে উঠিল রণি
শুনি, দূরের পথিকের পদধ্বনি
তাই আজ মেতেনি ॥

আঁখিরে কত আর ফাঁকি বা দি,
মিলন লগনে শুধুই বাঁধি,
যে এলোনা তবু পেল কল্পমায়া,
ভাঙ্গা গড়ার মাঝে আলো-ছায়া,
তার, খেলার বাণী নিল অরূপ কায়া
বলে সব জিতেনি ॥

চার

যুগের পরীদের গান

কতকাল আর ঘরের কোণেতে ঘোমটার আড়ে রব
কলসীর চাপে ফিক্ লাগে বুকে সে ব্যথা কারে বা কব ?
ছাড়িব গাগরী মোরা,
ডুরেদার সাড়ী পরা,
চরণে চড়াব হাইহিল্ জুতা পড়ে গেলে তাও স'ব ॥

মোরা, যুগের স্বপন পরি,
শ্লিভ-লেশ হাতা, ব্র্যাক্ ব্রাস্ মাথা,
ঠোঁটেতে সিঁদুর পরি।
মোরা, বয়ফ্রেণ্ড সাথে ঘুরি,
স্মোক ত' হামেশা করি,
এতে যদি কেউ শক্‌ড্ হয় হোক
কাণ্ট্ হেল্প ভেরি সরি॥

* * *

আমরা জেগেছি নারী!
তাই বয়কট্ হোয়ে পুরুষগুলার মাথায় পড়েছে বাড়ী॥
মোরা কিছু না কেয়ার করি,
দি পুরুষের নাকে দড়ি,
নাচাব, নাচিব, ফ্রিডাম্ জিনিব
হবো নিজে রোজগারী॥

পাঁচ

প্রশান্ত ও ভিক্ষুক

মৃত্যু-রূপে এসো সাথী
রেখো তব সঙ্গে,
তোমার পরশ মাগি—
মম প্রতি অঙ্গে।
নাও শক্তিরূপে মোরে চাহি,
নাও শান্তিরূপে অবগাহি,
দাও, চিত্তেবাহি শুভ বাণী
ঝঙ্কৃত চরণ রঙ্গে॥

তব, কঠিন কোমল কোলে,
মোর, জীবন দোলনা দোলে—
নাও নিত্য নব তব পথে
মম জীর্ণ জীবন জরা রথে
দাও তৃপ্তি সুধা সুখদায়ী
চঞ্চল দোলন ভঙ্গে॥

—

ছয়

অরুণার গান

বাতায়নে এলো, এলো উতল হাওয়া
পাগল রজনী গন্ধা
কার পদধ্বনি দখিনায় বাজি
যাচিল মাধবী সন্ধ্যা!
কার আগমন মৃদু সমীরণ
মরমের দ্বারে দিল শিহরণ,
শিথিল করিল সব আভরণ,
জাগালো চিত সুনন্দা।
পাগল রজনী গন্ধা॥

একি এ যে আমারই কিশোর,
পরালো আমারে বাহু ফুল ডোর,
নয়নের পরে রাখি আঁখি জোড়,
কহিল হৃদয় চন্দা,
ওগো আমি—আমি এসেছি দুয়ারে
অয়ি ও অলকানন্দা!
পাগল রজনী গন্ধা॥

—

সাত

অরুণা ও প্রশান্ত

আজিকে মোর মনের শাখে—দোলকে দিল!
জয়ের মাঝে, পরাজয়ের সুর ধ্বনিল।
দেউলে আমার,—
পূজা হবে তার,
আরাধনার ধ্যানে তাই মন ভরিল॥
আজিকে মোর মনের শাখে—দোল যে দিল।

প্রভাতের অরুণ রাগে রঙ ঢালিল।
মোর দুখের সীমার অন্তরালে
সুখের বাণী সাড়া যে দিল॥

আট

প্রশান্তের গান

যা ভেঙ্গে যায় বারে বারে—
কেমনে তারে বা গড়ি,
যে ছায়া মিলাতে চায়
তাহারে কেমনে ধরি॥
তবুও যে চাই চাওয়ারে পাওয়া,
হয় হোক্ না বৃথা আসা যাওয়া,
ফাগুনে এল না যে মধু মলয়
তাহারে আষাঢ়ে স্মরি॥

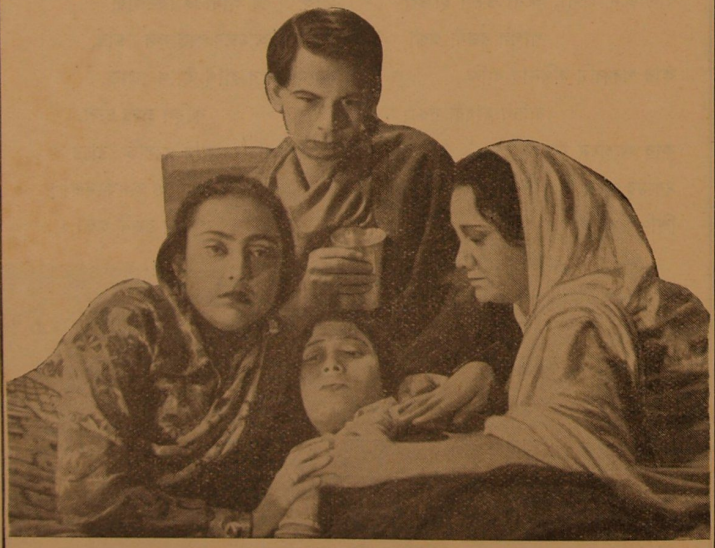

শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত
১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে (বি. এস-সি,) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।